



979 - ওসলিার প্রকারভেদে

প্রশ্ন

ওসলিার প্রকারগুলো কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওসলিা ধরা বা মাধ্যম গ্রহণ করার চারটি অর্থেরে কোন একটি উদ্দেশ্য হতে পারে:

এক. যে ওসলিা গ্রহণ করা ব্যতীত ঈমান সম্পূর্ণ হবে না। সটো হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান, আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য তালাশ করা। আল্লাহ বাণী: “হে ঈমানদাররো! তেরেমা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নকৈট্য লাভেরে জন্য ওসলিা অনুসন্ধান কর।[সূরা মায়দি, আয়াত: ৩৫] [এ প্রকারেরে মধ্যে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দিয়ে ওসলিা দয়োর অন্তর্ভুক্ত হবে। ওসলিা প্রার্থনাকারীর নিজেরে নকে আমল দিয়ে আল্লাহর কাছে ওসলিা দয়োর অন্তর্ভুক্ত হবে।]

দুই. রাসূলের জীবদ্দশায় তার থেকে দয়োর চয়োর আল্লাহর কাছে ওসলিা দয়োর এবং মুমনিদেরে একে অপরেরে কাছে দয়োর চাওয়া। এই প্রকারেরে ওসলিা প্রথম প্রকারেরে অধিকৃত এবং এটা পালনও উৎসাহ এসছে।

তনি. কোন মাখলুকেরে মর্যাদার দোহাই দিয়ে কিংবা মাখলুকেরে সত্তার দোহাই দিয়ে ওসলিা দয়োর। যমেন এমনটা বলা যে, আমি আপনার নবীর মর্যাদার দোহাই দিয়ে আপনার অভিমুখী হচ্ছে কিংবা এ জাতীয় কোন কথা- কোন কোন আলমে এ প্রকারেরে ওসলিককে জায়বে বলছেন; কিন্তু তাদেরে অভিমিত দুর্বল। সঠিকি মত হচ্ছে- এমন ওসলিা দয়োর হারাম। কেননা আল্লাহর কাছে দয়োর মধ্যে তাঁর নাম ও গুণাবলী ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ওসলিা দয়োর যাবে না।

চার. পরবর্তী যামানার অনকেরে কাছে ওসলিার প্রচলতি অর্থ হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকা, বপিদ উদ্ধারেরে জন্য নবীর কাছে প্রার্থনা করা (মতব্যক্তি ও ওলদিরে কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা): এটা বড় শরিক। কেননা যা করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নাই সটো করার জন্য ডাকা ও সাহায্য চাওয়া-ইবাদত। এই ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সম্পন্ন করা বড় শরিক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।